নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
নগর সংস্করণ
The Daily Janakantha
রবিবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ১১ জিলকদ ১৪৪৩ হিজরী ১২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠা ১৬ । মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com, www.edailyjanakantha.com

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবন্ধীদের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান

ড. মেজবাহ উদ্দিন তুহিন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী রুবেল একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী, তবে অসামান্য মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে জীবনকে জয় করে নিয়েছেন । সমাজের মূল স্রোতধারার সঙ্গে মিশে দেশের জিডিপির উন্নয়নে কাজ করতে চান তিনি । রুবেল বাউবি থেকেই এইচএসসি পাশ করেছে, কাজ করে সাভারের সিআরপিতে। তিনি জানান, আমার দু'পায়ে কোন শক্তি নেই, বাউবি না থাকলে আমি লেখাপড়ার স্বপ্ন দেখতে পারতাম না। সদালাপী হাস্যোজ্জ্বল রুবেল প্রতিদিন বাউবির ওয়েব সাইটে ঢুকে অনলাইনে নানা তথ্য দেখে হুইলচেয়ারে ঘুরে ঘুরে বাউবির নানা বার্তা পৌঁছে দেন সিআরপির কর্মী ও সিআরপিতে আসা নানা শ্রেণীর মানুষের কাছে। তিনি জানান, বাউবির অনলাইন শিক্ষা লেখাপড়াকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়ে আমাদের লেখাপড়ার পথ সুগম করেছে। বাউবির মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে আমরা সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ করে শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করতে চাই। সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে হলে জাগরণ তৈরি করতে হবে, আর বাউবি প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়ার সুযোগ দিয়ে মেধা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। বাউবি আমাদের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান।

সিআরপির আউটডোর ক্যাশ কাউন্টারে হুইলচেয়ারে বসে কাজ করে সোনিয়া। বাউবি থেকে এসএসসি সার্টিফিকেট লাভ করার সুবাদে তার চাকরি হয় সিআরপিতে। এখানে চাকরি করতে করতে বাউবি থেকেই এইচএসসি পাশ করে। তার চোখেমুখে দীপ্তিময় হাসি। বাউবি তাকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছে। তিনি বলেন, অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। ঘাতক ভাইরাসের আক্রমণে শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে যায়। সাভারের সিআরপিতে চিকিৎসা নিয়ে গ্রামের বাড়ি জামালপুরে হুইলচেয়ারে করে গেলে স্কুলের সহপাঠীরা তার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করেনি। মনে কষ্ট নিয়ে ভর্তি হয় বাউবিতে। ফিরে পায় নতুন জীবন। সোনিয়া জানায়, শারীরিক অক্ষমতার কারণে নিয়মিত ভাবে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমাদের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। বাউবিতে ঘরে বসে ই-বুক পড়ে, ইউটিউব,ওয়েব টিভি, ওয়েব রেডিওর মাধ্যমে লেখাপড়া করা যায়। তাই বাউবি প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। জ্যোতি হুইলচেয়ারে বসে সিআরপির কম্পিউটার সেকশনে কাজ করে। ছোটবেলা থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী। কথায়ও অস্পষ্টতা। বাউবি থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করে চাকরি পেয়েছে সিআরপিতে। কম্পিউটার ডিপ্লোমা করতে চায় বাউবি থেকে। তিনি জানান, বাউবি না থাকলে কোনদিনই লেখাপড়া করা সম্ভব হতো না। সমাজের অসহায় মানুষের প্রতিষ্ঠান বাউবি। চাকরি করে বাউবিতে লেখাপড়া করা যায়। নিয়মিত ক্লাসে না গিয়েও বাউবিতে লেখাপড়া করার সুযোগ রয়েছে। বাউবির অনলাইন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়ার পথ সহজ করে দিয়েছে।

সাভারের সিআরপিতে মিস ভেলরি এ টেইলরের সঙ্গে বাউবির প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা

হুইলচেয়ারে বসে এমরুল সিআরপিতে প্রিন্টিং ডিজাইনের কাজ করে। ভর্তি হয়েছেন বাউবির এসএসসি প্রোগ্রামে সাভারের অধরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় স্টাডি সেন্টারে। সৌদি আরবে গাড়ি চালানোর সময় সড়ক দুর্ঘটনায় শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে যায়। দেশে ফিরে সিআরপিতে চিকিৎসা নিয়ে এখানে কাজ শিখছেন। তবে চাকরির জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। কিন্তু তার পক্ষে শরীরের এই অবস্থায় সাধারণ স্কুল-কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ভর্তি হয়েছেন বাউবিতে। তিনি জানান, এসএসসি পাস করতে পারলে এখানে তার চাকরি পাকা হবে। বাউবির মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে নতুন করে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেন এমরুল।

প্রতিবন্ধী হোসনে আরা বাউবি থেকে বিএসএস পাস করে সিআরপির শিশু ইউনিটের প্রধান। তিনি বলেন, আমাদের সময় অনলাইনের মাধ্যমে বাউবিতে লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। আধুনিক সময়ে বাউবির অনলাইন শিক্ষা যুগোপযোগী। যার ফলে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত মানুষের লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমাদের প্রতিবন্ধীরাও লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশের উন্নয়নের মাত্রা নির্ণায়কের সহায়ক । বাউবির ডিজিটাল শিক্ষা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে সহায়ক হয়েছে। আমি বাউবির অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের সহায়তা নিয়ে বাউবি থেকে ডিজিবিলিটি ম্যানেজমেন্টের ওপর ডিগ্রী নিতে চাই।

সিআরপিতে কর্মরত বাউবির শিক্ষার্থীরা জানান, সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা মিস ভেলরি এ টেইলর তাদের বাউবির মাধ্যমে লেখাপড়া করতে সদা অনুপ্রাণিত করেন। ভেলরি এ টেইলর বলেন, বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে সিআরপিতে কর্মরত এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক প্রতিবন্ধী মানুষ লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বাউবি থেকে লেখাপড়া শিখে অনেকেই সিআরপিতে দক্ষতা রেখেছেন। আমার সন্তানদের বাউবি লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য বাউবিকে ধন্যবাদ জানাই। মিস ভেলরি এ টেইলর এবং সিআরপিতে কর্মরত বাউবির শিক্ষার্থীরা বাউবির শিক্ষাকার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া এবং কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতারের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানায়। বাউবির মাধ্যমে লেখাপড়া করতে পারায় তারা দারুণ খুশি।